সিরাজউদ্দৌলা (১৯৬৫)

– সিকান্দার আবু জাফর

১ম অঙ্ক

১ম দৃশ্য, পৃ-১১

স্থান: ফোর্ট উইলিয়াম (কলকাতা)। ফোর্ট (Fort)/দুর্গ নবাবের সৈন্যদের দ্বারা আক্রান্ত। ক্যাপ্টেন ক্লেটন মুষ্টিমেয় সৈন্য ও অস্ত্র নিয়ে প্রতিরোধের চেষ্টা করছেন। যুদ্ধ-পরিস্থিতি ভীষণ প্রতিকূল বিবেচনায় ক্যাপ্টেন ক্লেটন, ডা. হলওয়েল, জর্জ প্রমুখ পরামর্শসভায় বসেছেন। ইতিমধ্যে গভর্নর রজার ড্রেক দুর্গ ছেড়ে পালিয়েছেন এবং নবাব সিরাজউদ্দৌলা সসৈন্যে (রাজা মানিকচাঁদ, মিরমর্দান, রায়দুর্লভ প্রমুখ-সহ) দুর্গে প্রবেশ করেছেন। নবাবের নির্দেশে– ১. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হলো। ২. গভর্নর রজার ড্রেকের বাড়ি কামান দেগে গুঁড়িয়ে দেয়া হলো। ৩. রাজা মানিকচাঁদকে কলকাতার দেওয়ান (= গভর্নর) নিযুক্ত করা হলো। ৪. বন্দি হলওয়েল, ওয়াটস ও কলেটকে বিচারের উদ্দেশ্যে কলকাতা (= আলিনগর) থেকে মুর্শিদাবাদ নিয়ে যাওয়া হলো। (এখানে কলকাতা অভিযানের সংক্ষিপ্ত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।)

২য় দৃশ্য, পৃ-১৬

স্থান: ফোর্ট উইলিয়াম জাহাজ। পলাতক গভর্নর রজার ড্রেক ও কিলপ্যাট্রিক স্বল্পসংখ্যক সৈন্যসহ কলকাতার অদূরে ভাগিরথী নদীর উপর আশ্রয় নিয়েছেন। তাদের পক্ষে পর্যাপ্ত সৈন্য, অস্ত্র, বস্ত্র ও আহার্য সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। এই দুর্দশার জন্য সৈন্যরা (মার্টিন, হ্যারি) গভর্নর ড্রেককে দোষারোপ করছেন। কেননা তিনিই মোটা অঙ্কের ঘুষ খেয়ে কৃষ্ণবল্লভকে ফোর্ট উইলিয়ামে আশ্রয় দিয়েছেন। তাতে নবাব ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে কলকাতা অভিযান পরিচালনা করেছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে– ১. উমিচাঁদ রাজা মানিকচাঁদকে হাত করেছেন। ২. মুর্শিদাবাদ থেকে মুচলেকা (Bond) দিয়ে মুক্ত হয়ে হলওয়েল ও ওয়াটস কলকাতা এসে গভর্নর ড্রেকের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। ৩. মাদ্রাজ থেকে কোম্পানির ৫টি জাহাজ এসে গভর্নর ড্রেকের জাহাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। (পলাতক গভর্নর রজার ড্রেকের নেতৃত্বে ইংরেজরা পুনরায় শক্তিসঞ্চয়ের চেষ্টা করছে।)

৩য় দৃশ্য, পৃ-২০

স্থান: ঘসেটি বেগমের বাড়ি (মতিঝিল প্রাসাদ, মুর্শিদাবাদ)। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ (জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ প্রমুখ) জলসাঘরে হাজির। জনৈক আগন্তুক (রাইসুল জুহালা)-কে সঙ্গে নিয়ে উমিচাঁদ প্রবেশ করলেন। নাচ-গান ও পানাহারের পর্যাপ্ত আয়োজনের মধ্যে গোপন বৈঠক চলছে। সাব্যস্ত হলো, জগৎশেঠ শওকতজঙ্গের পক্ষে যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করবেন। তাছাড়া মিরজাফর ঘসেটি বেগম তথা শওকতজঙ্গকে সমর্থনসূচক পত্র পাঠালেন এবং উমিচাঁদ ঘসেটি বেগমকে গভর্নর ড্রেকের সমর্থনসূচক পত্র দিলেন। এখানেই হঠাৎ নবাব সিরাজউদ্দৌলা এসে ঘসেটি বেগমকে বন্দি করলেন এবং মোহনলালকে শওকতজঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার নির্দেশ দিলেন। (ঘসেটি বেগমকে কেন্দ্র করে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তৃত হচ্ছে, যেটা নবাব সিরাজউদ্দৌলা টের পেয়ে গেছেন।)

২য় অঙ্ক

১ম দৃশ্য, পৃ-২৪

স্থান: নবাবের দরবার (মুর্শিদাবাদ)। নবাব সিরাজউদ্দৌলা অমাত্যবর্গের সামনে ইংরেজ তথা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক স্বদেশী প্রজা নিপীড়নের কিছু চিত্র তুলে ধরলেন। ওয়াটসের কাছে কৈফিয়ত চাইলেন। আলিনগরের সন্ধির শর্তভঙ্গ করে চন্দননগর আক্রমণ করার জন্য ওয়াটস ও ক্লাইভকে দায়ী করলেন। তাছাড়া নবাব ইঙ্গিত করলেন, ষড়যন্ত্রের জাল চতুর্দিকে ছড়ানো। তবুও তিনি দেশের স্বার্থে অমাত্যবর্গের সহায়তা চাইলেন এবং তাদেরকে ধর্মগ্রন্থ/ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করালেন। [নবার দরবার হলে (সভাকক্ষে) ইংরেজ কর্তৃক প্রজা-নিপীড়নের চিত্র তুলে ধরলেন এবং প্রতিকারের জন্য অমাত্যবর্গের সহায়তা চাইলেন।]

২য় দৃশ্য, পৃ-২৭

স্থান: মিরজাফরের বাড়ি (নেমকহারাম দেউর, মুর্শিদাবাদ)। এখানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ গোপন বৈঠকে বসেছেন। জগৎশেঠ জানালেন, নবাব সিরাজউদ্দৌলা রাজা মানিকচাঁদকে কলকাতার সোনাদানা লুণ্ঠনের অভিযোগে বন্দি করেছেন। অবশেষে রায়দুর্লভ প্রমুখের পরামর্শে দশ লক্ষ (সাড়ে দশ লক্ষ?) টাকা জরিমানা দিয়ে মানিকচাঁদ মুক্তি পেয়েছেন। নন্দকুমার (চন্দননগর)-এর অদৃষ্টেও অনুরূপ বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। অন্যদেরকেও (মিরজাফর, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ প্রমুখ) নবাব সিরাজউদ্দৌলা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছেন। এ মহাবিপদ থেকে আশু মুক্তির উপায় কী? ততক্ষণে উমিচাঁদের গুপ্তচর (রাইসুল জুহালা) চিঠি নিয়ে এল। তাতে জানা গেল, ক্লাইভের দাবি মোটা অঙ্কের (কমপক্ষে দু-কোটি) টাকা। টাকার প্রতিশ্রুতি পেলেই তিনি (কর্নেল ক্লাইভ) মিরজাফরের পক্ষ নেবেন। (প্রধান সেনাপতি মিরজাফরের নেতৃত্বে ষড়যন্ত্রকারীরা সংঘটিত হচ্ছে।)

৩য় দৃশ্য, পৃ-৩০

স্থান: মিরনের বাড়ি (মুর্শিদাবাদ)। এখানে নাচ-গান ও গোপন বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মিরজাফর নবাব হবার স্বপ্নে বিভোর। দুদিন পর মিরন হবেন শাহজাদা। ছদ্মবেশে এসে রায়দুর্লভ প্রধান সেনাপতির পদ চাইলেন। কিছুক্ষণ পর রমণীর ছদ্মবেশধারী দুই ব্যক্তি– ওয়াটস ও ক্লাইভ– এরা এসে হাজির হলেন এবং দুটি দলিলে স্বাক্ষর (মিরজাফর, রাজা রাজবল্লভ, জগৎশেঠ) নিয়ে ফিরে গেলেন। অতঃপর হঠাৎ সেনাপতি মোহনলাল এসে প্রবেশ করলেন। কিন্তু ততক্ষণে রায়দুর্লভ, ওয়াটস

ও ক্লাইভ– এসব কুচক্রী মিরনের বাসগৃহ ত্যাগ করেছেন। মোহনলাল গুপ্তচরের মাধ্যমে সংবাদ পেয়েও অকুস্থলে এসে এদের কাউকে পেলেন না এবং অনেকটা বিক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে গেলেন। (মিরনের বাড়িতে গোপন বৈঠক হচ্ছে জেনে সেনাপতি মোহনলাল আকস্মিকভাবে উপস্থিত হয়ে কাউকে (ষড়যন্ত্রকারীদের) পেলেন না।)

৩য় অঙ্ক

১ম দৃশ্য, পৃ-৩৬

স্থান: লুৎফুন্নিসার কক্ষ (রাজপ্রাসাদ, মুর্শিদাবাদ)।

ঘসেটি বেগম রাজপ্রাসাদে এসে রাজমাতা (আমিনা বেগম) ও রাজবধূ (লুৎফা)-র সামনে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন। এর মধ্যেই হঠাৎ নবাব এসে তাকে (ঘসেটি বেগমকে) কেন নজরবন্দি করা হয়েছে, তা জানালেন। তাতে তিনি (ঘসেটি) আরও ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে বেরিয়ে গেলেন। এ নিয়ে নবাবের সঙ্গে লুৎফা কিছুটা যুক্তি-তর্কে লিপ্ত হলেও লুৎফার ব্যাকুল অনুরোধে ক্লান্ত ও উদ্বিগ্ন নবাব বিশ্রাম নিতে রাজি হলেন। কিন্তু পরক্ষণেই সেনাপতি মোহনলাল জরুরি বার্তা নিয়ে এসে হাজির হলে নবাব লুৎফুন্নিসার কক্ষ ত্যাগ করে বেরিয়ে গেলেন। (ঘরে-বাইরে ষড়যন্ত্রের কারণে নবাবের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন বিপন্ন।)

২য় দৃশ্য, পৃ-৪০

স্থান: গঙ্গা তীরে পলাশিতে নবাবের শিবির (Camp)। মধ্যরাতের পর নবাব এবং দুই সেনাপতি (মোহনলাল ও মিরমর্দান) সর্বশেষ পরিস্থিতি ও যুদ্ধপ্রস্তুতি নিয়ে কথাবার্তা বললেন। বিশাল বাহিনী থাকা সত্ত্বেও নবাব জয়-পরাজয় নিয়ে উদ্বিগ্ন। এর মধ্যে শিবিরের অদূরে মিরজাফরের গুপ্তচর কমর বেগ ধরা পড়ল এবং নবাবের নির্দেশে তাকে বন্দি করা হলো। এরপর নবাব সেনাপতিদের বিদায় দিয়ে কোরান শরিফ পড়তে বসলেন। (রাজধানী মুর্শিদাবাদের অদূরে 'পলাশি' গ্রামে নবাবের সৈন্যবাহিনী ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে।)

৩য় দৃশ্য, পৃ-৪৩

স্থান: পলাশির যুদ্ধক্ষেত্র। একে একে সেনাপতি নৌবে সিং, বদ্রিআলি খাঁ ও মিরমর্দান নিহত হয়েছেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলা সৈনিকদের মাধ্যমে প্রাপ্ত এ সংবাদে অত্যন্ত বিচলিত হলেন। এর মধ্যেই সেনাপতি সাফ্রেঁ এসে নবাবকে আশ্বস্ত করে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে গেলেন। অতঃপর মোহনলাল এসে নবাবকে রাজধানীতে (মুর্শিদাবাদ) ফিরে গিয়ে পুনরায় যুদ্ধপ্রস্তুতির পরামর্শ দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে গেলেন। তা সত্ত্বেও ষড়যন্ত্রমূলক যুদ্ধে নবাবের অনুগত সৈন্যরা হেরে গেলেন এবং কর্নেল ক্লাইভ ও মিরজাফর নবাবের শিবিরে এসে হাজির হলেন। তারা নবাবকে না পেয়ে তার লোকজনদের বন্দি করলেন এবং এখানেই কর্নেল ক্লাইভ নবাবের প্রধান গুপ্তচর রাইসুল জুহালা (প্রকৃত নাম নারান সিং)-কে গুলি করে হত্যার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর কর্নেল ক্লাইভ মিরজাফরকে মুর্শিদাবাদ যাত্রার নির্দেশ দিলেন। (ষড়যন্ত্রমূলক যুদ্ধে নবাবের সৈন্যবাহিনী মর্মান্তিকভাবে পরাজিত হলো।)

৪র্থ দৃশ্য, পৃ-৪৬

স্থান: নবাবের দরবার (মুর্শিদাবাদ)। নবাব সিরাজউদ্দৌলা তার অনুগত ও বিশ্বস্ত সেনাপতিদের পরামর্শ অনুযায়ী পলাশির যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রাজধানীতে ফিরে এসে সাধারণ মানুষকে শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানাচ্ছেন। কিন্তু তারা আশান্বিত হচ্ছে না, বরং দলে-দলে ভয়ে-আতঙ্কে রাজধানী ছেড়ে পালাচ্ছে। কেউ কেউ নবাবকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাজকোষ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ নিয়ে পালাচ্ছে। ইতিমধ্যে মির্জা ইরিচ খাঁ সপরিবারে পালিয়েছেন। এরপর নিরুপায় নবাব স্ত্রীসহ বিহারের (পাটনা) উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। (নবাব রাজধানীতে ফিরে এসে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধ-প্রস্তুতির চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন।)

৪র্থ অঙ্ক

১ম দৃশ্য, পৃ-৫০

স্থান: নবাবের দরবার (মুর্শিদাবাদ)। নতুন নবাব মিরজাফর আলি খান কর্নেল ক্লাইভের হাত ধরে সিংহাসনে বসলেন। অমাত্যবর্গ প্রথামত নতুন নবাবকে কুর্নিশ করলেন। নবাব ঘোষণা দিলেন, চব্বিশ পরগণার জমিদারি কর্নেল ক্লাইভকে দেয়া হলো। উমিচাঁদ চুক্তিমত ২০ লক্ষ টাকা না পেয়ে হঠাৎ দরবারকক্ষে এসে উন্মাদের মতো আচরণ করতে থাকলেন। কর্নেল ক্লাইভের ইঙ্গিতে কিলপ্যাট্রিক তাকে (উমিচাঁদকে) দরবারকক্ষ থেকে বের করে দিলেন। এদিকে দূত বার্তা নিয়ে এল, সেনাপতি মিরকাসিম পরাজিত নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে বন্দি করেছেন এবং তাকে মুর্শিদাবাদ আনা হচ্ছে। কর্নেল ক্লাইভ ও মিরন গোপনে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলেন, মোহম্মদি বেগ জল্লাদের দায়িত্ব পালন করবে। (মিরজাফর আলি খান নতুন নবাব হিসেবে সিংহাসনে বসলেন এবং ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার স্বার্থে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিলেন।)

২য় দৃশ্য, পৃ-৫৪

স্থান: জাফরাগঞ্জের কয়েদখানা (মুর্শিদাবাদ)। দুঃসহ রাত্রিশেষে সবেমাত্র সূর্য উঠেছে। পরাজিত নবাব সিরাজউদ্দৌলা ভাবলেন, হয়তো কিছু একটা সুসংবাদ পাবেন। কিন্তু না, মিরন ও মোহম্মদি বেগ কয়েদখানায় প্রবেশ করলেন। মিরন নবাবের দণ্ডাদেশ পড়ে শোনালেন এবং কয়েদখানা থেকে বের হয়ে গেলেন। পরক্ষণেই মোহম্মদি বেগের লাঠির আঘাতে নবাব মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন এবং ভাড়াটে খুনি (Paid Killer) অকৃতজ্ঞ মোহম্মদি বেগ রক্তপিপাসু পিশাচের মতো অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। (পরাজিত ও বন্দি নবাব সিরাজউদ্দৌলার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলো।)